কালের কণ্ঠ

তারিখ ..09 APR 2015.....
পৃষ্ঠা ১৪... কলাম ...২......

আমলাতন্ত্রের 'দক্ষতা' বটে!

জেএসসি পরীক্ষার্থীদের রক্ষা করুন

বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের অনেক 'সুনাম' রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, যেকোনো বিষয়ে তাদের প্রধান কাজ হলো বাগড়া দেওয়া এবং সাত দিনের কাজকে সাত মাস পর্যন্ত টেনে নেওয়া। প্রতিবছরই বাজেটের নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে এসে তাদের নানা 'নসিহত' করতে হয় দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য। দেশে বিদেশি বিনিয়োগ কম হওয়ার একটি প্রধান কারণও নাকি রাষ্ট্রের বড় বড় পদ-পদবির মালিক এই আমলাদের 'অতি দক্ষতা'। দৃষ্টান্ত বহু। পদ-পদবির সম্মান রক্ষার কারণেই সম্ভবত বিশেষণে নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার এড়াতে অনেকে কোটেশন চিহ্নের মধ্যে 'অতি দক্ষতা' শব্দটি ব্যবহার করেন। আর এবার তাঁদের সেই 'অতি দক্ষতা'র শিকার হয়েছে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া ৩০ হাজার কোমলপ্রাণ শিক্ষার্থী। প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৩ সালে সারা দেশে মোট ৫৯৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলা হয়। সেই ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এ বছর অষ্টম শ্রেণিতে উঠেছে। আর তখনই গোল বেধেছে অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা বা জেএসসির রেজিস্ট্রেশন করা নিয়ে। এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো রয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। দুই মন্ত্রণালয়ে অনেক চিঠি চালাচালি করেও নাকি এই 'কঠিন' সমস্যার কোনো সমাধান করা যায়নি। এখন শিক্ষার্থীদের বলা হচ্ছে আশপাশের কোনো উচ্চ বিদ্যালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য। আর তা করতে গিয়ে ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি, ট্রান্সফার ফিসহ তাদের কাছে দাবি করা হচ্ছে কয়েক হাজার টাকা। কিন্তু যে শিক্ষার্থীরা বিনা বেতনে এত দিন লেখাপড়া করে আসছিল, তাদের কয়জনের পক্ষে এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সম্ভব? সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা বলছেন, এতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ঝরে পড়তে পারে।

২০১৩ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যখন ষষ্ঠ শ্রেণি চালু করা হয় তখন কি মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা এটা জানতেন না যে ২০১৫ সালে শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণিতে উঠবে এবং জেএসসি পরীক্ষার জন্য তাদের রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন হবে? এটুকু জ্ঞান তাঁদের ছিল না সেটা ভাবতে চাই না। তাহলে দুই বছরেরও বেশি সময়ে এই সমস্যার সমাধান হলো না কেন? আমরা চাই না, কোমলমতি এই শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভেই বড় ধরনের হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ুক। যেভাবেই রেজিস্ট্রেশন করা হোক না কেন, তার সব ব্যবস্থা দুই মন্ত্রণালয়কে মিলেই করতে হবে এবং এর জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো অর্থ নেওয়া যাবে না। সেটি করা হলে অবৈতনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই কেবল ব্যাহত হবে।